

বন্যায় টাঙ্গাইলে ৪৩৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি •

টাঙ্গাইলে বন্যাকবলিত হয়ে ৪৩৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, জেলার ১২ উপজেলার মধ্যে ৮ উপজেলার হাইস্কুল, মাদ্রাসা, কলেজসহ ১৪৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যার কারণে বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে নাগরপুরে ৬৪, ডুঙ্গাপুরে ২২, সদরে ২৪, বাসাইলে ৪, সখীপুরে ১, মির্জাপুর ৪, দেলদুয়ারে ১২ ও কালিহাতীতে ১৬ প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসূত্র জানায়, টাঙ্গাইলের ১২ উপজেলার মধ্যে ৮ উপজেলায় বন্যার পানি ঢুকে পড়ায় ২৮৯ প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। টাঙ্গাইল সদরে ৬৫, দেলদুয়ারে ৫১, ডুঙ্গাপুরে ৫৪, নাগরপুরে ১৬, কালিহাতীতে ২৬, বাসাইলে ৮, মির্জাপুরে ৩, গোপালপুরে ২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলা শিক্ষা অফিসার শফীউল্লাহ জানান, টাঙ্গাইলে ১৪৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যাকবলিত রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান জানান, বন্যার কারণে স্কুলে পানি ঢুকে পড়ায় ২৮৯ প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

কার্যক্রম।

বাগবাড়ী চৌবাড়িয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক আফসার উদ্দিন জানান, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখনো বিদ্যালয়ের চারদিকে পানি রয়েছে। এতে ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

এদিকে কালিহাতী উপজেলার ১৭২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ২৮ বিদ্যালয়ে পাঠদানসহ সব কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

কালিহাতী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু নাসার উদ্দিন জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়

সাময়িক পরীক্ষা গত ২ আগস্ট থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় উপজেলার সব বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। তবে পানি নেমে গেলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

উপজেলার চরবাঁশি, কুড়িঘাটিয়া, আফজালপুর, জিদহাশ, বেলটিয়া, বলুডবাড়ি, দশকিয়া, যোগীপাল, মগড়া, ঢোলকান, বিয়ারা মারুয়া, সরাইতল, সলিল গোবিন্দপুর, গোহালিয়াবাড়ী, মীর হামজানি গুলিয়াদহ, পাখাইলকান্দিতে ২৮ স্কুল বন্যায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পরীক্ষা স্থগিত